বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	অবস্থান (পৃষ্ঠা)
১	প্রারম্ভিকা	০২
১.০	পটভূমি	০৩
১.১	রূপকল্প	০৩
১.২	অভিলক্ষ্য	০৩
১.৩	কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি	০৩
১.৪	কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও প্রশাসন	০৩
১.৫	বোর্ড গঠন	০৪
১.৬	বোর্ড পরিচালনা	০৪
১.৭	বোর্ডের সভা	০৪
২.০	সাংগঠনিক কাঠামো	০৫
২.১	মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা	০৬
২.২	মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)	০৮
২.৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	০৯
২.৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	১২
২.৫	আইসিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম	১৩
২.৬	বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	১৮
২.৭	কল্যাণমূলক কার্যক্রম	১৯
২.৮	কর্মসৃজন, দারিদ্র্য বিমোচন ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	১৯
২.৯	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবকের জমি অধিগ্রহণের পরিসংখ্যান	১৯
২.১০	মাসিক সমন্বয় সভা	২০
২.১১	কর্তৃপক্ষের মামলা নিষ্পত্তি	২০
৩.০	বন্দর পরিচিতি	২১
৩.১	Subgroup on infrastructure of ICPs/LCSs	২৩
৩.২	স্থলবন্দরসমূহের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বিবরণ	২৩
৩.৩	বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের পণ্য হ্যান্ডলিং (ম্যানুয়াল/ইক্যুইপমেন্ট/ট্রান্সশিপমেন্ট) এর পরিমাণ	২৬
৩.৪	বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে বন্দরভিত্তিক আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য	২৭
৩.৫	আন্তর্জাতিক যাত্রীসেবা	২৮
৪.০	অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	৩০
৪.১	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ	৩০
৪.২	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মকান্ড	৩১
৪.৩	২০০১-২০২৪ সাল হতে অদ্যাবধি উল্লেখযোগ্য অর্জন	৩২
৪.৪	ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কার্যক্রম (উন্নয়ন রোডম্যাপ)	৩৮
৫.০	বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের বন্দরভিত্তিক আয়ের উপাত্ত	৩৯
৫.১	বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে মোট আয়ের পরিসংখ্যান	৪১
৫.২	সরকারি কোষাগারে ভ্যাট, আয়কর ও লভ্যাংশ বাবদ জমার বিবরণ	৪১
৫.৩	হিসাব সংক্রান্ত পলিসি	৪২
৬.০	অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য	৪২
৬.১	হিসাব নিরীক্ষার অগ্রগতি	৪২
৬.২	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অগ্রগতি	৪২
৭.০	এক নজরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিভিন্ন বন্দরের কিছু স্থিরচিত্র	৪৩

প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থলপথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বন্দরসমূহের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রা শুরু করে। যাত্রার শুরুর দিকে শুধু বেনাপোল বন্দর দিয়ে কার্যক্রম চালু হলেও পরবর্তীতে জাতীয় প্রয়োজনে ১৫ টি শুল্ক স্টেশনে স্থলবন্দরের কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চালু করা হয় এবং আরো ০৯টি স্থলবন্দর চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নির্মাণাধীন স্থলবন্দরসমূহ পুরোপুরি চালু হলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সীমান্তে চোরাচালান হ্রাস পাবে।

২০২৪ সালে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের তেইশ (২৩) বছর পূর্ণ হয়েছে। এই তেইশ বছরে স্থলবন্দরসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে বন্দরসমূহ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এছাড়া স্থলবন্দরসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় স্থানীয় এলাকার বেকার সমস্যা সমাধানে ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে গতিশীল এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ ধারাকে সুসংহত করার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বন্দরসমূহের কার্যক্রম অটোমেটেড করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বেনাপোল, বুড়িমারী ও ভোমরা স্থলবন্দরে অটোমেশন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ গতিসঞ্চারের লক্ষ্যে সরকার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করেছে। উক্ত সম্পাদিত চুক্তি এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকে। এ প্রতিবেদনে স্থলবন্দরসমূহের সামগ্রিক রাজস্ব আদায়, আমদানি-রপ্তানি এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের একটি স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আশাকরি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে এ প্রতিবেদন স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করে তুলবে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভকামনা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ মানজারুল মান্নান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

১.০) পটভূমি:

বাংলাদেশের স্থলসীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ৪,২৪৬ কি.মি.। এর মধ্যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪,০৫৩ কি.মি এবং মিয়ানমারের সাথে আরও ১৯৩ কি.মি *(উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন)*। বাংলাদেশের এই দীর্ঘ স্থলসীমান্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে আসছে। শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর আওতায় ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশনের অধীনে স্থলবন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়। এর ধারা মোতাবেক প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং-৪৯৩/ডি/কাস/৭৯, তারিখ ০৬ জুলাই, ১৯৭৯ এর মাধ্যমে ওয়্যারহাউজিং স্টেশন ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশন বিলুপ্ত হওয়ার পর বেনাপোল শুল্ক স্টেশনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পাট মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত সেল) এর উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৮৪ সালে বেনাপোল শুল্ক স্টেশনের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হয়। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে উন্নত ও সহজতর করার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও বন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষ ২০০২ সালে স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি শুল্ক স্টেশনকে সরকার কর্তৃক স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৬টি স্থলবন্দরের কার্যক্রম চালু হয়েছে। তম্মধ্যে ১১টি স্থলবন্দর যথা- বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া, ভোমরা, নাকুগাঁও, তামাবিল, সোনাহাট, বিলোনিয়া, শেওলা, গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী এবং ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপেক্ষর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। ০৫টি স্থলবন্দর যথা- বাংলাবান্ধা, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ ও বিবিরবাজার স্থলবন্দরের আবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য BOT (Build, Operate & Transfer) ভিত্তিতে পোর্ট অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৮টি স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান ও চালুর অপেক্ষাধীন রয়েছে। স্থলবন্দর সমূহ আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি ও সরকারি রাজস্ব আদায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। একইসাথে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সীমান্ত চোরাচালান হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১.১) রূপকল্প:

দক্ষ, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বিশ্বমানের আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর স্থলবন্দর।

১.২) অভিলক্ষ্য:

স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদান।

১.৩) কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

- স্থলবন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের নীতি প্রণয়ন;
- স্থলবন্দরে পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও প্রদানের জন্য অপারেটর নিয়োগ;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট ও ফিসের তফসিল প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চুক্তি সম্পাদন।

১.৪) কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও প্রশাসন:

- কর্তৃপক্ষের পরিচালন ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে বোর্ডও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে।
- বোর্ড তার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে।
- চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে ও শর্তাধীনে কর্মরত থাকবেন।
- খন্ডকালীন সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং নিয়োগের তারিখ হতে দুই বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং পুনরায় নিয়োগযোগ্য হতে পারেন।
- চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন।

- চেয়ারম্যান পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা হেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

১.৫) বোর্ড গঠন :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর (২০০১ সনের ২০ নং আইন) ধারা-৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বোর্ড গঠিত হয়।

বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। যথা-

- একজন চেয়ারম্যান
- তিনজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং
- তিনজন খন্ডকালীন সদস্য, যাদের মধ্যে একজন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা, একজন শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োজিত বেসরকারি ব্যক্তি হবে।

১.৬) বোর্ড পরিচালনা :

- কর্তৃপক্ষের পরিচালন ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে বোর্ডও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে।
- বোর্ড তার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে।
- চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে ও শর্তাধীনে কর্মরত থাকবেন।
- খন্ডকালীন সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং নিয়োগের তারিখ হতে দুই বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং পুনরায় নিয়োগযোগ্য হতে পারেন।
- চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন।
- চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা হেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

১.৭) বোর্ডের সভা :

- বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
- বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য একজন সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অন্যূন দুইজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে।
- বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট থাকবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।
- বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
- বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা কেবলমাত্র বোর্ডের কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে অবৈধ হবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন ও উত্থাপন করা যাবে না।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত **সাধারণ বোর্ডসভার** তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্রম	বোর্ডসভার ক্রমিক	সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	সিদ্ধান্ত সংখ্যা
১.	৭৭তম বোর্ডসভা	২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩	০৫ টি
২.	৭৮তম বোর্ডসভা	০৭ মার্চ ২০২৪	১৭ টি

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:
৭৭তম সাধারণ বোর্ডসভায় গৃহীত ০৫ (পাঁচ) টি সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হয়েছে। ৭৮তম সাধারণ বোর্ডসভার ১৭ (সতেরো) টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৬ (ষোলো) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে ও ০১ (এক) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বিশেষ বোর্ডসভা: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিশেষ কোনো বোর্ডসভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

২.০) সাংগঠনিক কাঠামো:

কর্তৃপক্ষের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ০৬ (ছয়) টি শাখা/বিভাগ রয়েছে। ০৬ (ছয়) টি শাখা/বিভাগ যথা: প্রশাসন শাখা, প্রকৌশল শাখা, ট্রাফিক শাখা, হিসাব শাখা, অডিট শাখা ও বোর্ড শাখা। উক্ত বিভাগ/শাখার মাধ্যমে এ কর্তৃপক্ষের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদিত হচ্ছে।

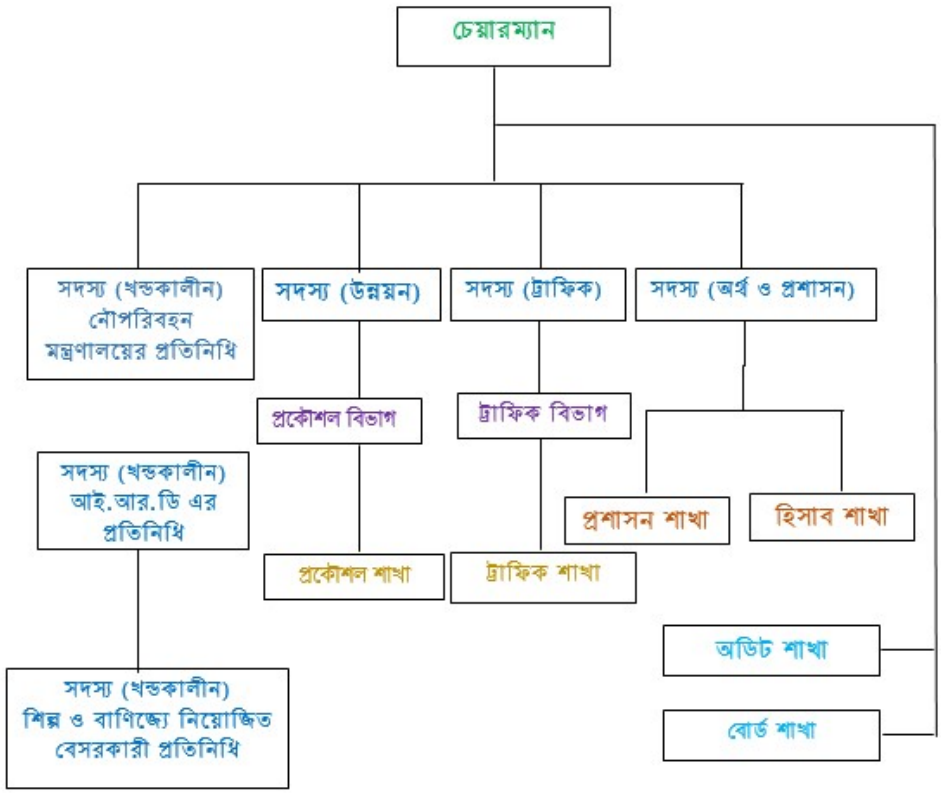

২.১) মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা :

অনুমোদিত পদসংখ্যা ৪৯০ টি এবং মোট পূরণকৃত পদসংখ্যা ৪০৬ টি। পদবী/গ্রেড অনুযায়ী সারণিতে নিম্নে প্রদর্শন করা হলো:

ক) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা:

ক্র. নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত
১.	চেয়ারম্যান	১	১		১৪.	উপ-পরিচালক (প্ল্যানিং)	১	১
২.	সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন)	১	১		১৫.	নির্বাহী প্রকৌশলী	১	১
৩.	সদস্য (উন্নয়ন)	১	০		১৬.	সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক)	২৬	২৬
৪.	সদস্য (ট্রাফিক)	১	১		১৭.	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৩	৩
৫.	পরিচালক (প্রশাসন)	১	০		১৮	মেডিকেল অফিসার	১	১
৬.	পরিচালক (ট্রাফিক)	২	১		১৯.	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	৪	৪
৭.	পরিচালক (হিসাব)	১	০		২০.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৫	৫
৮.	পরিচালক (অডিট)	১	০		২১.	অডিট অফিসার	৪	৩
৯.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১	১		২২.	আইন উপদেষ্টা	১	১
১০.	পরিচালক (বোর্ড)	১	০		২৩.	এস্টেট অফিসার	১	১
১১.	উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	৩	৩		২৪.	শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা	১	১
১২.	উপ-পরিচালক (ট্রাফিক)	৮	৮		২৫.	একান্ত সচিব	১	০
১৩.	উপ-পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা)	১	১		২৬.	সহকারী প্রোগ্রামার	২	১
						মোট=	**৭৪**	**৬৫**

খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১	১		৪.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	১	১
২.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৮	৭		৫.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৫	৪
৩.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	১	০		৬.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫	৫
						মোট=	২১	১৮

গ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	ট্রাফিক পরিদর্শক	৯৩	৮৮		৭.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১
২.	ফায়ার পরিদর্শক	১	১		৮.	অটোক্যাড অপারেটর	১	০
৩.	কম্পিউটার অপারেটর	৩২	৩০		৯.	ক্যাশিয়ার	৩	৩
৪.	হিসাবরক্ষক	২৬	২৩		১০.	মেডিকেল এটেনডেন্ট	২	১
৫.	অডিটর	৭	৭		১১.	কেয়ার টেকার	১	০
৬.	ওয়্যারহাউজ/ইয়ার্ড সুপারিন্টেনডেন্ট	১৩৩	৮৮		১২.	কার/জীপ/ফায়ার ভেহিক্যাল ড্রাইভার	৯	৯
	মোট=						৩০৯	২৫১

ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	গ্রীজার কাম পাম্প ড্রাইভার	১	১
২.	লিডিং ফায়ারম্যান কাম ফায়ার হাইড্রেন্ট অপারেটর	৪	৪
৩.	অফিস সহায়ক	৩৪	৩৩
	মোট=	৩৯	৩৮

ঙ) আউটসোর্সিং কর্মচারী:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	ড্রাইভার	২	২		৬.	ইলেকট্রিশিয়ান	৯	৯
২.	গ্রীজার কাম পাম্প ড্রাইভার	১	১		৭.	পাওয়ার হাউজ ড্রাইভার	৮	৮
৩.	লিডিং ফায়ারম্যান কাম ফায়ার হাইড্রেন্ট অপারেটর	৭	৭		৮.	মেকানিক	২	২
৪.	অফিস সহায়ক	১৩	০		৯.	প্লাম্বার কাম ওয়াটার পাম্প ড্রাইভার	২	২
৫.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	২		১০.	কুক	১	১
						মোট=	৪৭	৩৪

চ) শূণ্যপদ পূরণ:

i) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সরাসরি নিয়োগের বিবরণ:

অক্টোবর, ২০২৩ মাসে সরাসরি নিয়োগ:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা
১.	সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক)	০৫
২.	মেডিকেল অফিসার	০১
৩.	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	০১
৪.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০২
৫.	অডিট অফিসার	০২
৬.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	০৪
৭.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা কাম কম্পিউটার অপারেটর	০২
৮.	ট্রাফিক পরিদর্শক	০২
৯.	হিসাবরক্ষক	০৮
১০.	অডিটর	০৩
১১.	কম্পিউটার অপারেটর	০২
১২.	ওয়্যারহাউজ/ইয়ার্ড সুপারিনটেনডেন্ট	০৭
১৩.	অফিস সহায়ক	০৭
	মোট=	**৪৬**

আগস্ট, ২০২৪ মাসে সরাসরি নিয়োগ:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা
১.	সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক)	০১
২.	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	০১
৩.	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	০১
৪.	জনসংযোগ কর্মকর্তা	০১
৫.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	০১
৬.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১
৭.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১
৮.	ট্রাফিক পরিদর্শক	০৯
৯.	অডিটর	০১
১০.	কম্পিউটার অপারেটর	০৬
১১.	ওয়্যারহাউজ/ইয়ার্ড সুপারিনটেনডেন্ট	৪৪
১২.	ক্যাশিয়ার	০৩
১৩.	অফিস সহায়ক	০১
	মোট=	**৭১**

ii) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের বিবরণ:

সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাসে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা
১.	উপ-পরিচালক (ট্রাফিক)	০৪
২.	উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	০১
৩.	উপ-পরিচালক (প্ল্যানিং)	০১
৪.	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	০১
৫.	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	০১
৬.	ট্রাফিক পরিদর্শক	০৫
	মোট=	**১৩**

মার্চ, ২০২৪ মাসে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা
১.	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	০১
২.	সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক)	০৩
	মোট=	০৪

২.২) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ):

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাদারিত্ব ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে দেশে ৯৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এছাড়া ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ১৬১ জনকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২.৩) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

বিগত ২০/০৭/২০২৩ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। অনুরূপ চুক্তি বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের বেনাপোল, ভোমরা ও বুড়িমারী স্থলবন্দরের মধ্যেও স্বাক্ষরিত হয়। এপিএ-২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ২৪ টি কার্যক্রম এবং আবশ্যক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ৩৫টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অর্জন (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর):

কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	মন্তব্য/ বাস্তবায়ন
[১] বিভিন্ন স্থলবন্দরে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্থলবন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি	২৪	[১.১] বেনাপোল স্থলবন্দরে ২৪.৯৮ একর জায়গার উপর ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ	৬	১০০%	১০/০৬/২০২৪	সম্পন্ন
		[১.২] কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অপারেশন ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ	৪	১০০%	৩১/০৫/২০২৪	সম্পন্ন
		[১.৩] কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ব্যারাক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ	৩	১০০%	৩১/০৫/ ২০২৪	সম্পন্ন
		[১.৪] কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ওয়েব্রীজ স্কেল স্থাপন	৩	১০০%	১৫/০৫/ ২০২৪	সম্পন্ন
		[১.৫] বেনাপোল স্থলবন্দরে ২৪.৯৮ একর জায়গার বহিঃবিদ্যুতায়ন কাজ সম্পন্নকরণ	২	১০০%	১২/০৬/ ২০২৪	সম্পন্ন
		[১.৬] গোবড়াকুরা-কড়ইতলী স্থলবন্দরে রাস্তা নির্মাণ	২	১০০%	১০/০৬/ ২০২৪	সম্পন্ন
		[১.৭] ভোমরা স্থলবন্দরে জিরো পয়েন্ট এন্ট্রি পোস্ট নির্মাণ	২	১০০%	০৩/০১/২০২৪	সম্পন্ন
		[১.৮] সোনাহাট স্থলবন্দরের প্রশাসনিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	২	১০০%	১৫/০৬/ ২০২৪	সম্পন্ন

কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	মন্তব্য/ বাস্তবায়ন
[২] বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম সম্পাদন	২২	২.১ শেওলা স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চালুকরণ	৪	১০০%	৩০-৭-২০২৩	সম্পন্ন
		২.২ ভোমরা স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন	৪	১০০%	৩১/০৩/২০২৪	সম্পন্ন
		২.৩ শেওলা স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং এর জন্য ঠিকাদার নিয়োগ	৪	১০০%	০১/১২/২০২৩	সম্পন্ন
		২.৪ বুড়িমারী স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিংকরণ	৪	৫৯.১৭	৫৯.১৭	সম্পন্ন
		২.৫ তামাবিল স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিংকরণ	৩	৩০.৮২	৩০.৮২	সম্পন্ন
		২.৬ কেমিক্যাল পণ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান	৩	১০০%	২৫	সম্পন্ন
[৩] বন্দর ব্যবহারকারী দের সেবার মান উন্নয়ন ও স্মার্ট বন্দর ব্যবস্থাপনা	১৪	৩.১ বেনাপোল স্থলবন্দরে ভারতীয় গাড়ী চালকদের জন্য টয়লেট কমপ্লেক্স ও গোসলখানা নির্মাণ	৩	১০০%	৩১/০৫/ ২০২৪	সম্পন্ন
		৩.২ সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ	৩	১০০%	৪৬	সম্পন্ন
		৩.৩ ওয়েব এ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে বন্দরের প্যাসেঞ্জার চার্জ আদায়	২	০৯/০৫/২৪	০৯/০৫/২০২৪	সম্পন্ন
		৩.৪ বাস্থবকের হিসাব কার্যক্রম আইবাস সিস্টেমে অন্তর্ভূক্তকরণ	২	১০০%	৩০/১০/২০২৩	সম্পন্ন
		৩.৫ অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ভোমরা ও বুড়িমারী স্থলবন্দরে ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপন	২	১০০%	২৭/০৩/২০২৪	সম্পন্ন
		৩.৬ স্মার্ট বন্দর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ওয়ার্কশপ/ সেমিনার আয়োজন	২	১	২	সম্পন্ন

কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	মন্তব্য/ বাস্তবায়ন
[৪] নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন	১০	৪.১ বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ৭০% সম্পন্নকরণ	৩	৭০%	১০০%	সম্পন্ন
		৪.২ কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনালে সিসি ক্যামেরা স্থাপন	৩	১০০%	১৫/০৬/২০২৪	সম্পন্ন
		৪.৩ ভোমরা স্থলবন্দর নিরাপত্তারক্ষীদের স্মার্ট ডিভাইসের মাধ্যমে উপস্থিতি নিশ্চিতরণ	২	১০০%	২৭/০৩/২০২৪	সম্পন্ন
		৪.৪ অগ্নি-দূর্ঘটনা প্রতিরোধে ফায়ার ড্রিল আয়োজন	২	১	৪	১০০%

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রার অর্জিত অগ্রগতির স্থিরচিত্র

কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ব্যারাক ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতির স্থিরচিত্র

বেনাপোল স্থলবন্দরে ২৪.৯৮ একর জায়গায় বহি:বিদ্যুতায়ন কাজ সম্পন্নকরণ স্থিরচিত্র

২.৪) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২৩-২০২৪ অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নৈতিকতা কমিটির সুপারিশক্রমে নির্ধারিত ছকে শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের শুদ্ধাচার ইউনিট গঠন করা হয়। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নৈতিকতা কমিটির সভা ও শুদ্ধাচার ইউনিটের সভা আয়োজন করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বন্দর প্রধানদের মধ্যে ০১ জন কর্মকর্তা, বেতন গ্রেড ০২-০৯ হতে ০১ জন কর্মকর্তা, বেতন গ্রেড ১০-১৬ হতে ০১ কর্মচারী এবং বেতন গ্রেড ১৭-২০ হতে ০১ কর্মচারী'কে শুদ্ধাচার চর্চার পুরস্কার ২০২৩-২০২৪ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

২.৫) আইসিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন আইসিটি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা তথা Ease of Doing Business নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এ কর্তৃপক্ষে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন আইসিটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন-

- স্থলবন্দরের মাধ্যমে পাসপোর্ট যাত্রী সেবা হয়রানি মুক্ত ও স্মার্ট করার লক্ষ্যে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গত ২৯/০৫/২০২৩ তারিখে স্থলবন্দরের প্যাসেঞ্জার ফ্যাসিলিটি চার্জসহ অন্যান্য চার্জ 'একপে' এর মাধ্যমে গ্রহণ করার লক্ষ্যে a2i প্রোগ্রাম এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পাদিত হয়। গত ১২ মে, ২০২৪ তারিখ হতে বেনাপোল, বুড়িমারী, নাকুগাঁও ও বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের যাত্রী সুবিধা চার্জ, অনলাইনে এটুআই এর একপে (EkPay) এর মাধ্যমে অনলাইনে আদায় কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করা হয়।

চিত্র: যাত্রী সুবিধা চার্জ অনলাইনে আদায় কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন

পাসপোর্টধারী যাত্রীগণ সহজেই তাদের নির্দিষ্ট দিনের যাত্রার পূর্বে যেকোন সময়, যেকোন জায়গা থেকে, কম খরচে, "স্থলবন্দরের যাত্রী সুবিধা চার্জ" অনলাইনে প্রদান এবং তা যাচাই করতে পারে যা স্মার্ট বন্দর ব্যবস্থাপনায় অন্যতম সেবা হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। যাত্রীদের জন্য ওয়েব এ্যাপলিকেশনটি বর্তমানে চালু রয়েছে। সফটওয়্যারটি ব্যবহারের ঠিকানা: https://passenger.blpa.gov.bd/.

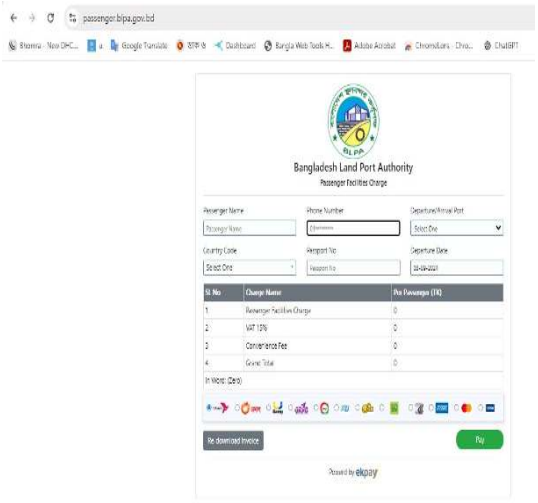

চিত্র: অনলাইন যাত্রী সুবিধা চার্জ আদায় পোর্টাল চিত্র: টাকা পরিশোধের রশিদ

- গত ১ মে, ২০২৪ তারিখ হতে প্রধান কার্যালয়সহ বেনাপোল, বুড়িমারী, ভোমরা, সোনাহাট, তামাবিল স্থলবন্দরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত জনবলের ডিজিটাল হাজিরা স্মার্ট এটেনডেন্স ডিভাইসের মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে । বর্ণিত স্থলবন্দরসমূহে কর্মরত জনবলের ডিজিটাল হাজিরা নিয়মিতভাবে স্মার্ট এটেনডেন্স ডিভাইসের মাধ্যমে নেয়া হচ্ছে। সফটওয়্যারটি ব্যবহারের ঠিকানা:
- http://203.76.103.86:8012

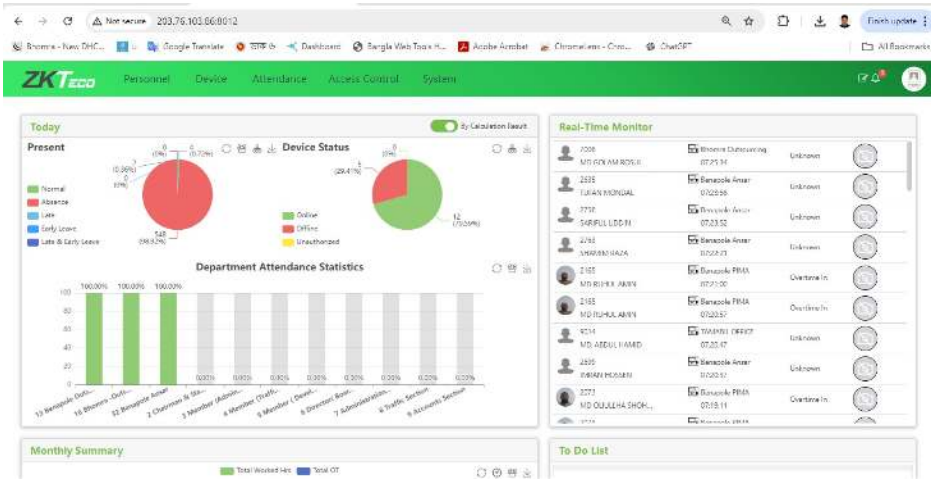

চিত্র: এটেনডেন্স সফটওয়্যার এর কেন্দ্রীয় ড্যাশবোর্ড

- SASEC Road Connectivity Project এর আওতায় Operational Efficiency of BLPA শীর্ষক প্যাকেজের মাধ্যমে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে আমদানী-রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বেনাপোল স্থলবন্দরের অটোমেশন সফটওয়্যারটি ডেভেলপমেন্ট করা হয়। এতে ১৪ টি মডিউল রয়েছে।

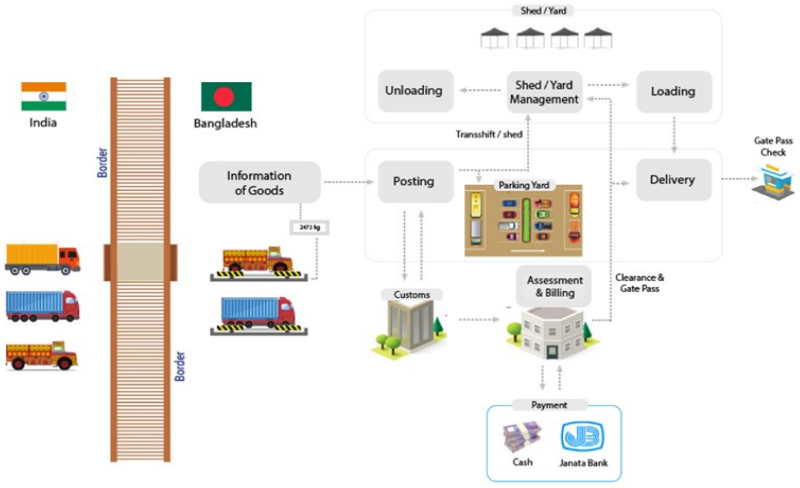

চিত্র: স্থলবন্দরের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা।

গত ০১ জুলাই, ২০২৪ তারিখ হতে বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থলবন্দর কে Integrated Smart Land Port Automation System (ISLAS) এর আওতায় আনা হয়েছে। ফলে বর্ণিত স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম/ কেন্দ্রীয় ড্যাশবোর্ড ISLAS এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে । Integrated Smart Land Port Automation System (ISLAS) বাস্তবায়নের লক্ষে বাস্থবকের বিদ্যমান সফটওয়্যারটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে হোস্ট করা হয়েছে। ISLAS ব্যবহারের ঠিকানা:

http://slp.blpa.gov.bd/

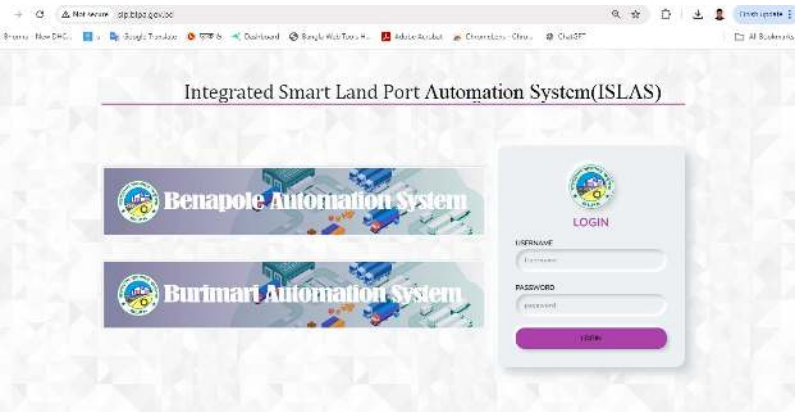

চিত্র: ISLAS এর হোমপেজ

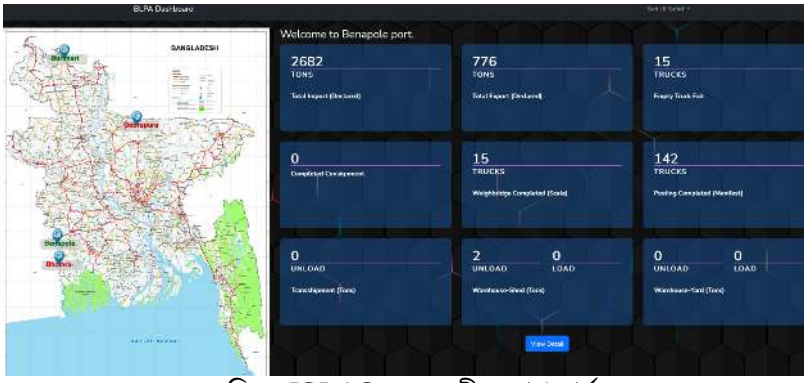

চিত্র: ISLAS এর কেন্দ্রীয় ড্যাশবোর্ড

- GATF (Global Alliance for Trade Facilitation) এর অর্থায়নে ও সুইচ কন্টাক্ট বাংলাদেশ এর সহায়তায় Digitalisation of the Border Procedures at Bhomra Land port প্রকল্পের আওতায় ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে আমদানী-রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে ভোমরা স্থলবন্দরের জন্য e-Port management System ডেভেলপমেন্ট করা হয়। ইতোমধ্যে ভোমরা স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম "E Port Management System" এর মাধ্যমে ডিজিটালাইজড করা হয়েছে । সিস্টেমটি গত ০৪ জুলাই ২০২৪ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। সিস্টেমটি ব্যবহারের ঠিকানা: https://bhomra-eport.blpa.gov.bd/

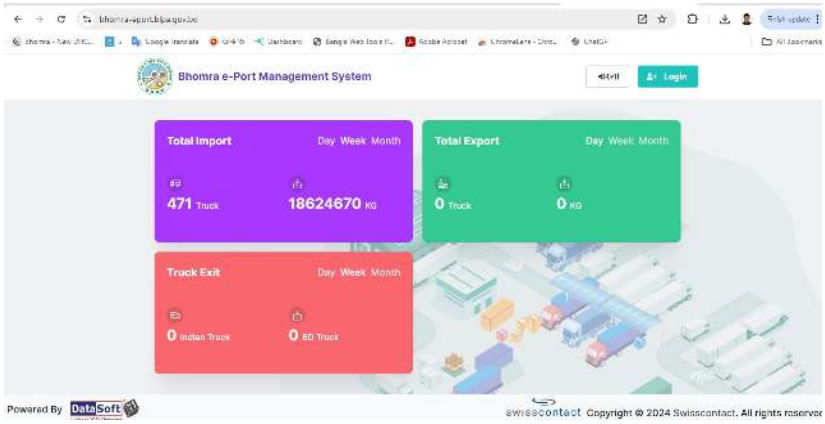

চিত্র: E Port Management System এর হোমপেজ

চিত্র: ভোমরা স্থল বন্দরে ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উদ্বোধন

- গত ১৪ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখ হতে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান কম্পিউটার সামগ্রী, স্টেশনারি সামগ্রী, আসবাবপত্র, জমি ও ভবন ইত্যাদির তথ্যাদি ব্যবস্থাপনার জন্য Inventory ও Asset Management Software ব্যবহার করা হচ্ছে। সফটওয়্যারটি ব্যবহারের ঠিকানা: https://blpa.skylarksoft.net/

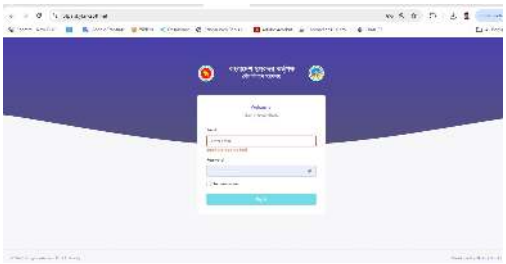

চিত্র: Software এর হোমপেজ

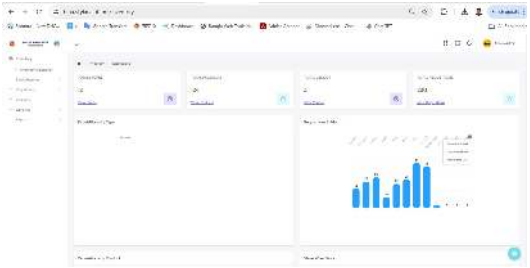

চিত্র: Software এর ড্যাশবোর্ড

এছাড়া ও নিম্নোক্ত আইসিটি কার্যক্রম নিয়মিতভাবে ব্যবহার ও হালনাগাদ করা হয়ে থাকে:

- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের উন্নয়নমূলক কাজসহ প্রায় ৯৫% ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।
- বর্তমানে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ের ফাইলিং কার্যক্রম ডি-নথি ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হয়। লিংক: https://bsbk-d.nothi.gov.bd .
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের চাকুরি সংক্রান্ত ব্যক্তিগত তথ্যাদি সংরক্ষনের নিমিত্ত PMIS সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। লিংক: http://203.76.103.86/pmis/public/login .
- বিআরসিপি-১ প্রকল্পের মাধ্যমে বেনাপোল স্থলবন্দরে সংরক্ষিত মালামাল এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং চুরি প্রতিরোধে বন্দরের পুরো অংশ security surveillance system স্থাপন করা হয়েছে। এতে ৩৭৫টি আইপি ক্যামেরা এবং একটি ডেটা সেন্টার রয়েছে। ফলে শেডের ভিতরে এবং বাহিরে ক্যামেরা দ্বারা নিয়মিত মনিটরিং করা হয়।

২.৬) বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-২০২৪: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০২৪ নরসিন্দী জেলার মাধবদীতে অবস্থিত Heritage Resort এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবার পরিজন অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-২০২৪ এর খন্ডচিত্র

২.৭) কল্যাণমূলক কার্যক্রম:

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণার্থে বাস্থবক কর্মচারী উৎসাহ বোনাস নীতিমালা-২০২২, বাস্থবক কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা নীতিমালা- ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম যেমন: অবসর ভাতা ও অবসর সুবিধাদি, পেনশন ও উৎসাহ বোনাস প্রদান করার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। Corporate Social Responsibility (CSR) নীতিমালা প্রণয়ন ও গৃহঋণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পেনশনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে আত্মীকৃত ০২ (দুই) জন কর্মচারির অবসর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৮) কর্মসৃজন , দারিদ্র্য বিমোচন ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ:

বর্তমান সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২৫) প্রণয়ন, রূপকল্প-২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-৩০) নির্ধারণ করেছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত,সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দারিদ্রের হার ১৮.৬% এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০৩০ সালের মধ্যে ৯.৭% নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডেল্টা প্লান-২১০০ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

ক) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বেনাপোল, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বুড়িমারী, ভোমরা, তামাবিল, আখাউড়া ও সোনাহাট স্থলবন্দরে বেসরকারিভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বন্দর এলাকায় পণ্য উঠা-নামার কাজে সহায়তা করার জন্য প্রায় ১০ (দশ) হাজার শ্রমিক সম্পৃক্ত আছেন। এতে স্থানীয় স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন ও দরিদ্র শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

খ) বেনাপোল, আখাউড়া, বুড়িমারী, ভোমরা, তামাবিল ও সোনাহাট স্থলবন্দরে ক্লিনিং ও সুইপিং ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীর কিয়দাংশের কর্মসংস্থানের পথ সুগম করা হয়েছে।

গ) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার ফলে সে সকল অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবী লোকজনের সমাগম ঘটে। এতে ঐ সকল অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়েছে এবং যার ফলশ্রুতিতে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২.৯) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্থবকের জমি অধিগ্রহণের পরিসংখ্যান:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের এর আওতাধীন স্থলবন্দরসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০২৩-২০২৪) সাতক্ষীরা জেলার ভোমরা স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য একর ০.১২৫০ একর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ৩.৪৭৭৫ একর অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সিলেট জেলার ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য খাস খতিয়ানভূক্ত ৫২.৩০ একর জমি বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া যশোর জেলার বেনাপোল স্থলবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল সম্প্রসারণের জন্য ২.০৮ একর, রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য ৩.৩৬ একর, লালমনিরহাট জেলার বুড়িমারী স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ২৩.৮৬ একর, তামাবিল স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ২৪.১৪ একর এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য ৬৪.২০ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য "Accelerating Transport and Trade Connectivity in Eastern South Asia-Bangladesh Phase-1 (BLPA Component)" শীর্ষক প্রকল্পে বুড়িমারী স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ৫৮.০৬ একর, ভোমরা স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ৬১.২০ একর এবং বেনাপোল স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ১০০.৬৮ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২.১০) মাসিক সমন্বয় সভা:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ০৮ (আট) টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমন্বয় সভাসমূহে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। সমন্বয় সভায় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ও বিওটিভিত্তিতে পরিচালিত বন্দরসমূহের ইনচার্জ/প্রতিনিধিগণ অনলাইনে (জুম প্লাটফর্ম) অংশগ্রহণ করে থাকেন। সমন্বয় সভার মাধ্যমে বন্দরসমূহের ইনচার্জগণ বন্দরের বিভিন্ন সমস্যাদি, উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম, যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সংক্রান্ত তথ্যাদি অবহিত করে থাকেন। সর্বশেষ ২৮ মে, ২০২৪ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষে মে, ২০২৪ মাসের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমন্বয় সভায় ২১ (একুশ) টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় ডি-নথি বাস্তবায়ন, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সকল স্থলবন্দরের জন্য অভিন্ন অধিকালভাতা নির্ধারণের সম্মতি প্রদান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মচারীদের অধিকালভাতা অনুমোদন, স্থলবন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা হালনাগাদকরণ, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা- ২০০৪ এর তফসিল [প্রবিধান ২ (ছ)] সংশোধন, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থাপনায় (কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য) গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা অনুমোদন, আইবাস++, ঢাকার আগারগাঁওস্থ বস্তির পুনবার্সন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা নীতিমালা ২০২৩ অনুমোদন, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিভিন্ন স্থলবন্দরকে কেপিআইভুক্তকরণ, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জন্য সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা এবং কর্মচারী (অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) প্রবিধানমালা অনুমোদন, শূন্যপদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদসৃজন সংক্রান্ত, বাস্থবকের সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন, Corporate Social Responsibility (CSR) বিষয়ে একটি ফান্ড গঠন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চিত্র ১: অক্টোবর ২০২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভা

২.১১) কর্তৃপক্ষের মামলা নিষ্পত্তি:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট মামলার সংখ্যা ছিল ২৫ (পঁচিশ) টি। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপ:

উচ্চ আদালতে মামলার সংখ্যা:

ক্র.নং	মোট মামলা	দায়ের কৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	বাস্থবকের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত	বাস্থবকের বিপক্ষে নিষ্পত্তিকৃত	মন্তব্য
১.	২৫	০০	০০	০০	০০	--

নিম্ন আদালতে মামলার সংখ্যা:

ক্র.নং	মোট মামলা	দায়ের কৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	বাস্থবকের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত	বাস্থবকের বিপক্ষে নিষ্পত্তিকৃত	মন্তব্য
১.	৩	০	০	০	০	--

৩.০) বন্দর পরিচিতি:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থলপথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বন্দরসমূহের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রা শুরু করে। যাত্রার শুরুর দিকে শুধুমাত্র বেনাপোল বন্দর দিয়ে কার্যক্রম চালু হলেও পরবর্তীতে জাতীয় প্রয়োজনে ১৫টি শুল্ক স্টেশনে স্থলবন্দরের কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চালু করা হয় এবং আরো ০৯টি স্থলবন্দর চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২৪টি স্থলবন্দরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

ক) চালুকৃত বন্দরসমূহ:

ক্র.নং	স্থলবন্দরের নাম	বাংলাদেশ অংশের নাম	ভারত/মায়ানমার অংশের নাম	ব্যবস্থাপনা
১.	বেনাপোল স্থলবন্দর	বেনাপোল,শার্শা, যশোর	পেট্রাপোল, বনগাঁও, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
২.	বুড়িমারী স্থলবন্দর	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	চেংড়াবান্ধা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৩.	আখাউড়া স্থলবন্দর	আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	রামনগর,আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৪.	ভোমরা স্থলবন্দর	ভোমরা, সাতক্ষীরা	গোজাডাঙ্গা, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৫.	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	নালিতাবাড়ী, শেরপুর	ডালু, মেঘালয়, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৬.	তামাবিল স্থলবন্দর	গোয়াইনঘাট, সিলেট	ডাউকি, শিলং, মেঘালয়, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৭.	সোনাহাট স্থলবন্দর	ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম	সোনাহাট, ধুবরী,আসাম, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৮.	গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর	হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	গাছুয়াপাড়া, মেঘালয়, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৯.	বিলোনিয়া স্থলবন্দর	বিলোনিয়া, ফেনী	বিলোনিয়া, ত্রিপুরা, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
১০.	শেওলা স্থলবন্দর	বিয়ানীবাজার, সিলেট	সুতারকান্দি, করিমগঞ্জ, আসাম	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
১১.	ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর	বক্সীগঞ্জ, জামালপুর	মহেন্দ্রগঞ্জ,আমপতি,মেঘালয়, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
১২.	সোনামসজিদ স্থলবন্দর	শিবগঞ্জ,চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মহাদীপুর,মালদহ,পশ্চিমবঙ্গ,ভারত	বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে
১৩.	হিলি স্থলবন্দর	হাকিমপুর, দিনাজপুর	হিলি,দঃদিনাজপুর,পশ্চিমবঙ্গ,ভারত	বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে
১৪.	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	তেতুলিয়া, পঞ্চগড়	ফুলবাড়ি,জলপাইগুড়ি,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে
১৫.	টেকনাফ স্থলবন্দর	টেকনাফ, কক্সবাজার	মংডু, সিটুওয়ে, মায়ানমার	বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে
১৬.	বিবিরবাজার স্থলবন্দর	বিবিরবাজার, কুমিল্লা	শ্রীমন্তপুর,সোনামুড়া, ত্রিপুরা, ভারত	বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে

খ) উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান/প্রক্রিয়াধীন বন্দরসমূহ:

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম	বাংলাদেশ অংশের নাম	ভারত/মায়ানমার অংশের নাম	মন্তব্য
১.	বিরল স্থলবন্দর	বিরল, দিনাজপুর	রাধিকাপুর,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	ভারতীয় অংশে সীমান্ত সংযোগ সড়ক না থাকায় বন্দরে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম	বাংলাদেশ অংশের নাম	ভারত/মায়ানমার অংশের নাম	মন্তব্য
২.	দর্শনা স্থলবন্দর	দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা	গেদে,কৃষ্ণনগর,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
৩.	রামগড় স্থলবন্দর	রামগড়, খাগড়াছড়ি	সাবরুম, ত্রিপুরা, ভারত	রামগড় মৈত্রী সেতু ৯ মার্চ ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে ১৫০ গজের মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান। যাত্রী গমনাগমনের জন্য প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন উদ্বোধনের অপেক্ষায়।
৪.	তেগামুখ স্থলবন্দর	বরকল, রাঙ্গামাটি	দেমাগ্রী/কাউয়াপুচিয়া,মিজোরাম , ভারত	বিবেচনাধীন রয়েছে।
৫.	চিলাহাটী স্থলবন্দর	ডোমার, নীলফামারী	হলদীবাড়ী,কুচবিহার,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	বন্দর চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
৬.	দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর	জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা	মাঝদিয়া,নদীয়া,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	স্থল শুল্ক স্টেশন ও ওয়্যারহাউজিং স্টেশন বন্ধ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
৭.	বাল্লা স্থলবন্দর	চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ	পাহাড়মুরা, খৈয়াই, ত্রিপুরা	বাংলাদেশ অংশে বন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে। ভারতীয় অংশে বন্দরের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হলে বন্দরটি চালু করা হবে।
৮.	ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর	কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট	ভোলাগঞ্জ, চেরাপুঞ্জি, মেঘালয়	বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান ।

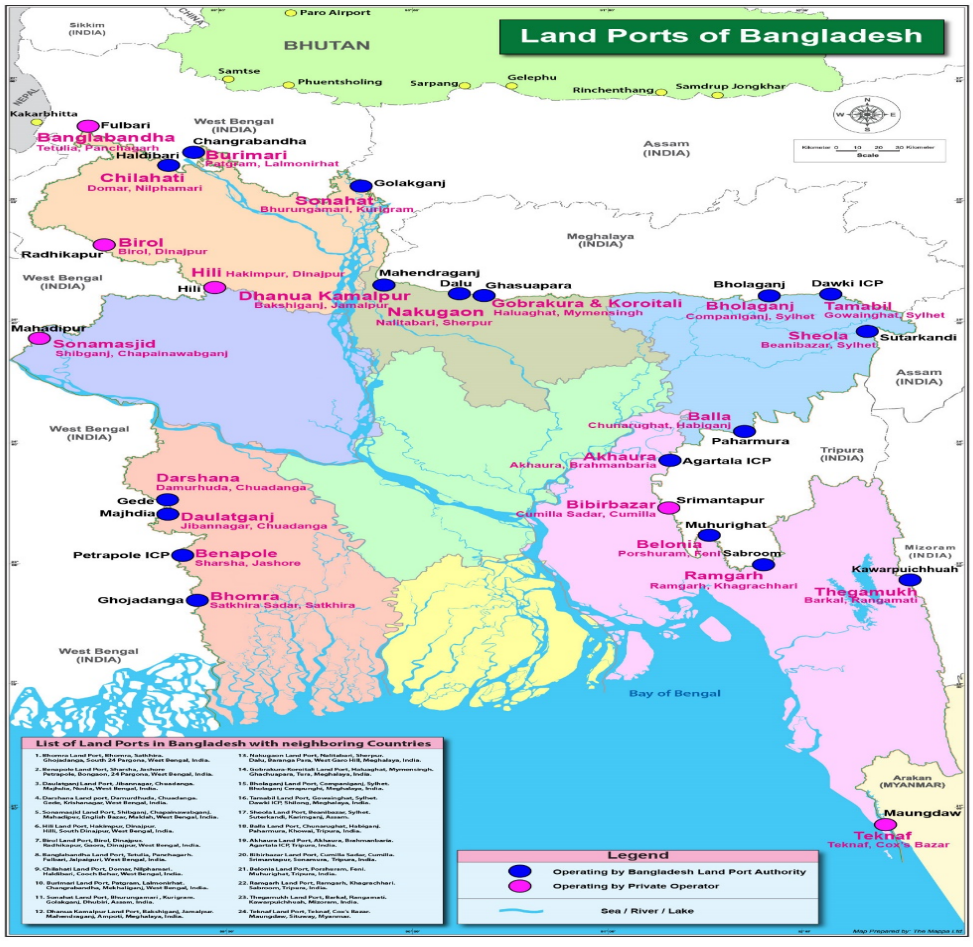

চিত্র : বাংলাদেশের মানচিত্রে স্থলবন্দরসমূহের অবস্থান পরিচিতি

৩.১) Subgroup on Infrastructure of ICPs/LCSs:

গত ০৮-০৯ জুন ২০১৬ তারিখে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড এর ১০ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ-ভারত সাবগ্রুপ অন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ আইসিপি/এলসিএস গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে দলনেতা করে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে সাবগ্রুপ গঠন করা হয়। মূলত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে অবকাঠামো উন্নয়ন ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে স্থলবন্দরের অন্তরায়সমূহ দূর করায় সাবগ্রুপের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যেকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত সাবগ্রুপ সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও অন্যান্য অংশীজনের মতামত গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ পর্যন্ত সাবগ্রুপ অন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ আইসিপি/এলসিএস এর ০৫ (পাঁচ)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ সভাটি গত ০৪-০৫ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশের ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সাবগ্রুপ অন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ আইসিপি/এলসিএস এর ৬ষ্ঠ সভাটি ভারতে অনুষ্ঠিত হবে।

চিত্র : বাংলাদেশের ঢাকায় Pan-Pacafice Sonargoan Hotel এ Bangladesh-India Subgroup on Infrastructure of ICPs/LCs কমিটির ৫ম সভার স্থিরচিত্র

৩.২) স্থলবন্দরসমূহের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বিবরণ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ২০২৩ সালের এসআরও অনুযায়ী):

ক্র: ম:	বন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১	বেনাপোল স্থলবন্দর	সূতা (কাস্টম্স বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত শতভাগ রপ্তানিমুখী নীট পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানীয় সূতা ব্যতীত) ও গুড়া দুধ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

ক্র: ম:	বন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
২	বুড়িমারী স্থলবন্দর	ক) নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত); খ) ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, গুড়া দুধ, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা ব্যতীত) রেডিও টিভি পার্টস, সাইকেল পার্টস, ফরমিকা শীট, সিরামিক ওয়্যার, স্যানিটারি ওয়্যার, স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার, মার্বেল স্লাব এন্ড টাইলস, মিক্সড ফেব্রিক্স ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৩	আখাউড়া স্থলবন্দর	ক) ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত); খ) গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, চাল, গম, পাথর (stones & bolders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, শুটকীমাছ, সাতকড়া, আগরবাতি, জিরা, রাবার (Raw) মেইজ, stones & bolders , সয়াবিন বীজ, Bamboo products, Arjun Flower (Broom), পান, CNG, Spare parts, কাজু বাদাম, কাগজ, চিনি, জেনারেটর, ভাঙ্গা কাঁচ, চকোলেট, বেবি ওয়াইপার, কনফেকশনারি দ্রব্যাদি, বিটুমিন, পান, টমেটো, মেথি (fenugreek seeds), শুকনা তেতুল, শুকনা কুল, ফ্লাই এ্যাশ, সকল প্রকার খৈল, ফায়ার ক্লে, থান ক্লে, মার্বেল চিপস, তিল, সরিষা, সুপারি, স্ক্র্যাপ অ্যান্ড ওয়েস্ট (আয়রন/স্টিল), গ্রানাইট স্ল্যাব, গমের ভূষি, ছোলা ও বাঁশ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৪	ভোমরা স্থলবন্দর	গুঁড়া দুধ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৫	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	ক) নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত); খ) গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, শুটকি মাছ, সুপারি ও ফ্লাই এ্যাশ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৬	তামাবিল স্থলবন্দর	ক) নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত); খ) মাছ, সূতা, গুঁড়া দুধ, চিনি ও আলু (HS Code 0701.90.19 ও 0701.90.29)ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল ও গবাদিপশু।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৭	দর্শনা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, চাল, ভূষি, ভূট্টা, বিভিন্ন প্রকার খৈল, পোল্ট্রি ফিড, ফ্লাই অ্যাশ, রেলওয়ে স্লিপার, বিল্ডিং স্টোন, রোড স্টোন, স্যান্ড স্টোন, বিভিন্ন প্রকার ক্লে, গ্রানুলেটেড স্লাগ, জিপসাম, স্পঞ্জ, আয়রন, পিগ আয়রন, ক্লিংকার, কোয়ার্টজ, ডাল, কাঁচা তুলা ও তুলার বেল, প্রকল্পের যন্ত্রপাতি, মার্বেল স্ল্যাব, ইনগট ও বিলেট (এ্যালুমিনিয়াম) ও Cane Molasses (Feed Grade)।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য (অবকাঠামো উন্নয়ন না হওয়া পর্যন্ত কেবল রেলপথে আমদানি- রপ্তানি করিতে পরিবে)।
৮	বিলোনিয়া স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
৯	গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর	ক) ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত); গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders),কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, ফুল ঝাড়ু, ডাব, হলুদ, কাজুবাদাম, তেঁতুল, তিল, সরিষা ভূষি ও চাউলের কুড়া।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য

ক্র: ম:	বন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১০	রামগড় স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে ও কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
১১	সোনাহাট স্থলবন্দর	ক) ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত); খ) পাথর, কয়লা, তাজা ফল, ভূট্টা, গম, চাল, ডাল,রসুন, আদা, পেঁয়াজ, খৈল, টিম্বার, বীজ, শিল পাটা, সুপারি, ফ্লাই এ্যাশ, কাঁচা তুলা, তেতুলের বিচি, ভূসি, মরিচ, মশলা।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১২	তেগামুখ স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে ও কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৩	চিলাহাটী স্থলবন্দর	ক) নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত); খ) গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, রেলওয়ে স্লিপার, পেট্রোলিয়াম পণ্য (যেমন ডিজেল), প্রাকৃতিক বালু ও নুড়ি পাথর।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৪	দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders),কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৫	ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, কাঁচা সুপারি, চাল, শুঁটকি মাছ, তেতুঁল, বাঁশ, পান, মসুর ডাল,ভূট্টা, গমের ভূষি, তেজপাতা, হলুদ, গোলমরিচ, টমেটো, শূকনা কুল, জিরা।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৬	শেওলা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, চাল, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ এবং তাজাফুল, মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশে (টায়ার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ), গার্মেন্টস সামগ্রী, ওয়েল্ডিং রড, শুটকি মাছ, ভুট্টা, মিথানল, সুপারি ও বাঁশ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৭	বাল্লা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে ও কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৮	সোনামসজিদ স্থলবন্দর	ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা ব্যতীত) অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৯	হিলি স্থলবন্দর	ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা ব্যতীত) ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

ক্র: ম:	বন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
২০	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	ক) ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত) এবং নেপালে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (আলু ব্যতীত) । খ) ভারত থেকে ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, মাছ, সূতা (কাস্টসম বন্ড লইসেন্স প্রাপ্ত শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানীয় সুতা ব্যতীত) আলু (HS Code 0701.90.19 ও 0701.90.29), গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা ব্যতীত), রেডিও-টিভি পার্টস, সাইকেল পার্টস, মোটর পার্টস, ফরমিকা শীট, সিরামিক ওয়্যার, স্যানিটারি ওয়্যার, স্টেইনলেস স্টীলওয়্যার, মার্বেল স্ল্যাব এন্ড টাইলস, মিক্সড ফেব্রিক্স ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২১	টেকনাফ স্থলবন্দর	সূতা, গুঁড়া দুধ, চিনি ও আলু (HS Code 0701.90.19 ও 0701.90.29)ব্যতীত সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২২	বিবির বাজার স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, চাল, গম, পাথর (Stone & Boulders),কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, পান, CNG spare Parts, শুঁটকি মাছ, কাঁচা চামড়া, বিভিন্ন প্রকার মসলা, জিরা, ভূট্টা, সাতকরা, আগরবাতি, Arjun Flower (Broom), কাজু বাদাম, কাগজ, চিনি, জেনারেটর, ভাঙ্গা কাঁচ, চকোলেট, বেবি ওয়াইপার, কনফেকশনারি দ্রব্যাদি ও বিটুমিন, সয়াবিন বীজ, প্রাকৃতিক বালু, বাঁশ ও ডাল।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২৩	বিরল স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, Soyabean Extract, Rape Seed Extract,Maize, DORB (Dry oil Rice Bran), চাল ও ডিজেল)।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২৪	ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stones and boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ,মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে ও কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

৩.৩) বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের পণ্য হ্যান্ডলিং (ম্যানুয়াল/ইক্যুইপমেন্ট/ট্রান্সশিপমেন্ট) এর পরিমাণ নিম্নরূপ:

(লক্ষ মে.টন)

অর্থ বছর	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
বেনাপোল	৩২.১৩	৩৩.১৭	৩৯.৯৩	৩৫.৩৯	৩৪.৪২
ভোমরা	২৩.৩১	৩২.৯৬	২৯.৯২	৩০.৬০	২৪.০২
বুড়িমারী	৭৩.৫৭	৯১.৯৩	৬৭.৬১	৬০.৮৪	৫৯.১৭
নাকুগাঁও	০.৯৫	১.৬৬	২.৩৩	২.১৩	৩.৯০
তামাবিল	১৪.৭৯	২৫.০২	৩৩.৭৮	৩০.৭৫	২.২৫
সোনাহাট	৪.১৩	১৪.২৩	১৮.৩৫	১৬.৮৩	২৫.২৩
শেওলা	০০	০০	০০	০০	৫.০২
আখাউড়া	০০	০০	০০	০০	০.৩৬

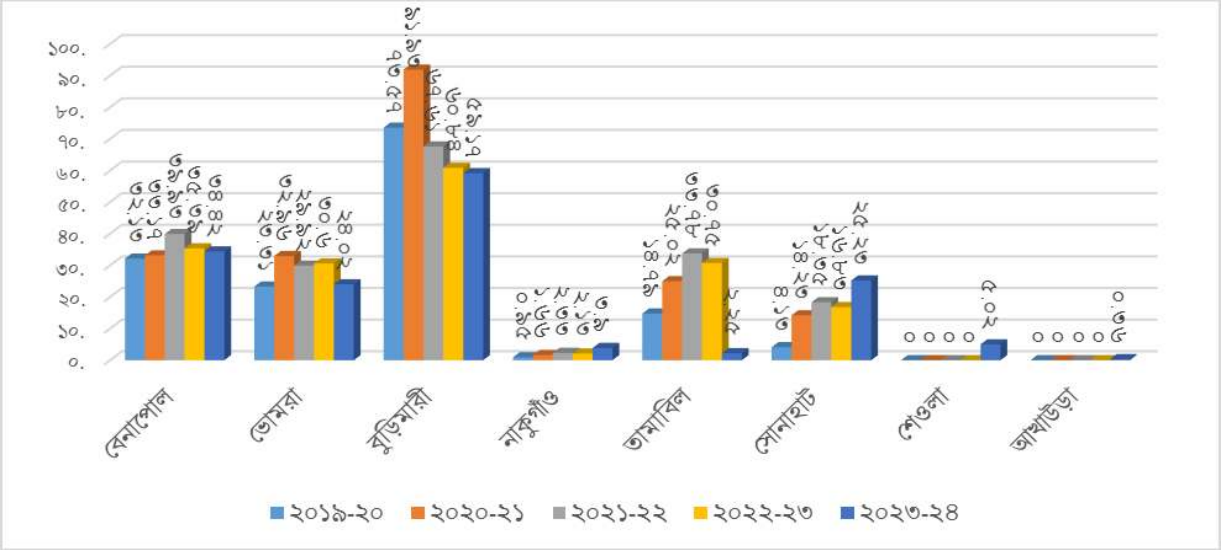

চিত্র: বন্দর ভিত্তিক পণ্য হ্যান্ডলিং লেখচিত্র

৩.৪) বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের বন্দর ভিত্তিক আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য: (লক্ষ মে.টন)

ক্রম নং	স্থলবন্দরের নাম		২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
১	বেনাপোল	আমদানি	২০.৩৮	২৭.৭৮	২২.১৩	২০.৫৮	২১.৩০
		রপ্তানি	৩.১৭	২.৯৭	৪.১৯	৪.৮২২	৪.৫৭
২	বুড়িমারী	আমদানি	৩২.৮৪	৪৬.১৪	৩৩.৯১	৩০.৪৪	২৯.৭৭
		রপ্তানি	১.১৮	১.৭১	১.৯	২.৪৮২	১.৫০
৩	ভোমরা	আমদানি	২৫.১৬	২৪.১	৩২.৫৯	৩০.১	২৪.০২
		রপ্তানি	২.০৬	২.১৬	২.৬২	২.৬৭২	২.৭৪
৪	সোনাহাট	আমদানি	২.০৪	৭.১১	৯.১৭	৮.৪২৫	৮.২৬
		রপ্তানি	০.০৬	০.১৭	০.১৯	০.১৪১	০.১৭
৫	তামাবিল	আমদানি	১৪.৮	১২.৫২	৩১.৬৪	১৫.৭৪	১.১২
		রপ্তানি	০.০১	০.০১	০.০১	০.০০৮	০.০০০২৯
৬	নাকুগাঁও	আমদানি	০.৮৫	১.৫২	২.৭৬	২.১৩২	৩.৯১
		রপ্তানি	০.০১	০	০	০	০.০০১৫
৭	আখাউড়া	আমদানি	০	০	০.৯৬	০.১৯৯	০.০৩৫
		রপ্তানি	১.৪২	১.৩২	০.৯১	০.৫২৭	০.০৫৫
৮	বাংলাবান্ধা	আমদানি	১১.৮৬	১৬.৯৩	১৬.৫৫	১৫.৮৮	১৬.৮৩
		রপ্তানি	১.১৩	১.১২	১.৬৪	০.৮	০.৭৩
৯	বিবিরবাজার	আমদানি	০	০.০২	০.৪৯	০.০৫৫	০.০৩
		রপ্তানি	১.৩৪	১.২৮	০.৯৭	০.৮৪১	০.৮৯
১০	সোনামসজিদ	আমদানি	১৩.০৯	৩৩.২৯	২৮.৮১	৩৪.১	৩৭.১০
		রপ্তানি	০.১৩	০.১৯	০.২	০.২০২	০.৩২
১১	হিলি	আমদানি	১৮.০৬	২১.২৩	১৮.৭৩	১৩	৬.৬১
		রপ্তানি	০.২২	০.২৭	০.১৫	০.০৮৪	০.০৯
১২	টেকনাফ	আমদানি	১.৯৮	০.৭৫	২.৩৩	১.৯৯২	৭.৯৯
		রপ্তানি	০.০৪	০.০৩	০.১১	০.০৩৫	০.১৪
১৩	বিলোনিয়া	আমদানি	০	০	০	১.৯৯২	০.০০০৩
		রপ্তানি	০	০	০	০.০৩৫	০.৯৩

ক্রম নং	স্থলবন্দরের নাম		২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
১৪	গোবরাকুড়া-কড়ইতলী	আমদানি	০	০	০	১.৯৯২	০.০০৯৬
		রপ্তানি	০	০	০	০.০৩৫	০.০০
১৫	শেওলা	আমদানি	০	০	০	১.৯৯২	৯.৫৬
		রপ্তানি	০	০	০	০.০৩৫	০.০৭২
১৬	ধানুয়া কামালপুর	আমদানি	০	০	০	০	০.২৪
		রপ্তানি	০	০	০	০	০০১৩
মোট		আমদানি	১৪১.১	১৯১.৪	২০০.০৭	১৭৮.৬	১৬৭.১
		রপ্তানি	১০.৭৭	১১.২৩	১২.৮৯	১২.৭২	১২.৬

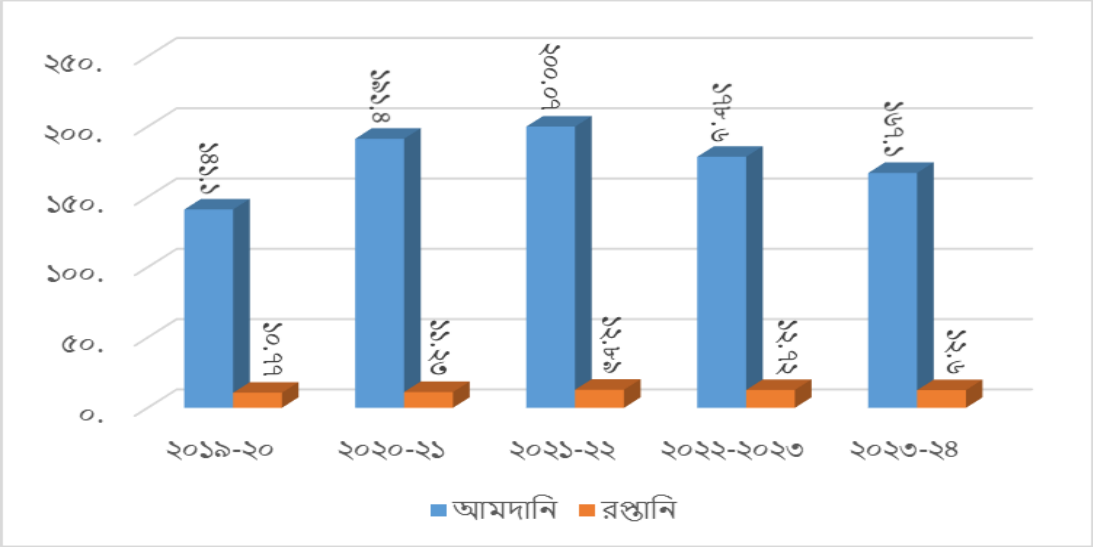

চিত্র: বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মোট আমদানি-রপ্তানির লেখচিত্র

৩.৫) আন্তর্জাতিক যাত্রীসেবা:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) অবকাঠামো সুবিধা নির্মাণপূর্বক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় একটি সেবা প্রদানকারী সংস্থা। প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করাই এর লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে বন্দর এলাকায় ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী, চিকিৎসা ও সেবা প্রত্যাশী যাত্রীগণসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সেবা প্রদান করা হয়। কর্তৃপক্ষের আওতায় ঘোষিত স্থলবন্দরের সংখ্যা ২৪টি। তন্মধ্যে বর্তমানে ১৫টি স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম পুরোদমে চালু রয়েছে। চালুকৃত স্থলবন্দরের মধ্যে সোনাহাট ও গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী ব্যতীত সকল স্থলবন্দরে যাত্রী গমনাগমনের জন্য ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা রয়েছে। এ সকল বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে পাসপোর্টধারী যাত্রীগণ ভারত, নেপাল, ভুটান ও মায়ানমারে গমনাগমন করে থাকেন।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীন স্থলবন্দরসমূহ দিয়ে গমনাগমনকারী যাত্রীদের জন্য নিরাপত্তা, অবস্থান ও টয়লেট, কোভিড পরীক্ষা ও স্ক্রিনিং করার সুবিধা রয়েছে। বেনাপোল স্থলবন্দর ব্যবহারকারী যাত্রীদের বর্ণিত সুবিধাসহ বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য হুইল চেয়ার, ট্রলির ব্যবস্থা, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মায়েদের জন্য Lactation Room এবং ইমিগ্রেশন কাউন্টার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বেনাপোল স্থলবন্দরে 'EK-pay' (বিকাশ, রকেট, নগদ) এর মাধ্যমে যাত্রী ফি আদায় করা হচ্ছে। বুড়িমারী, নাকুগাঁও ও রামগড় স্থলবন্দরে অনলাইন যাত্রী ফি আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। স্থলবন্দরের মাধ্যমে যাত্রীদের গমনাগমন অধিকতর সুগম করার জন্য বেনাপোল, বুড়িমারী, ভোমরা, আখাউড়া, তামাবিল ও সোনামসজিদ স্থলবন্দরে আধুনিকমানের আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের যাত্রী গমনাগমনের তথ্য:

ক্রমিক	বন্দরের নাম	আগমন	বর্হিগমন	মন্তব্য
১.	বেনাপোল স্থলবন্দর	১০৮০৪৭৪	১১২৫০০৪	বন্দরের অভ্যন্তরে ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে যাত্রী তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
২.	বুড়িমারী স্থলবন্দর	৯৫৭৮৪	১০৪৮৫৮	
৩.	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	৭৩৯০	৮১১৫	
৪.	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	৩৮৭২৩	৩৭৫৮০	
৫.	ভোমরা স্থলবন্দর	১৯১৬৮৩	১৮৭৪৫৩	ইমিগ্রেশন কার্যক্রম বন্দরের বাইরে সম্পন্ন হয় বিধায় যাত্রী সংক্রান্ত তথ্য ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ হতে সংগ্রহ করা হয়।
৬.	সোনামসজিদ স্থলবন্দর	৪৯৬০৬	৪৯৪৪২	
৭.	হিলি স্থলবন্দর	১০৯০৭১	১১০২৮৪	
৮.	আখাউড়া স্থলবন্দর	১৫৯৯১৬	১৪৫৫৭৮	
৯.	তামাবিল স্থলবন্দর	৫৩০৩	৫৫২৪	
১০.	বিবিরবাজার স্থলবন্দর	৪০৬২৩	৪১৩১৫	
১১.	বিলোনিয়া স্থলবন্দর	৭৩৩৭	৬৯০৯	
১২.	শেওলা স্থলবন্দর	৮০৮৭	৮০২৫	
১৩.	সোনাহাট স্থলবন্দর	০০	০০	ইমিগ্রেশন কার্যক্রম চালু নেই।
১৪.	গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর	০০	০০	
১৫.	টেকনাফ স্থলবন্দর	০০	০০	রোহিঙ্গা সমস্যার জন্য নভেম্বর-২০১৬ মাস হতে যাত্রী গমনাগমন বন্ধ রয়েছে।
১৬.	ধানুয়া কামালপুর	০০	০০	
	মোট (জন) =	**১৭৯৩৯৯৭**	**১৮৩০০৮৭**	

চিত্র : আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর

চিত্র : আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর

৪.০) অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ:

প্রতিবেশী দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন স্থলবন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের আধুনিকীকরণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট ০৩ (তিন) টি উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে মোট ৪৭৩.০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির পরিমাণ ৪২১.৩৮ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৮৯.০৭%।

৪.১) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ:

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়)	অগ্রগতির হার	মন্তব্য
১.	"বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ (১ম সংশোধন)" শীর্ষক প্রকল্প	২১২.৮৪	১০০%	সমাপ্ত
২.	"বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট: ১ শেওলা, রামগড় ও ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প	২৪৮.২২	৮৩.৯৯%	চলমান
৩.	"সাউথ এশিয়া সাব-রিজিউনাল ইকোনমিক কোঅপারেশন (সাসেক) ইন্ট্রিগ্রেটেড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট; বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (BLPA) অংশ" শীর্ষক প্রকল্প	১২.০০	০.০৭%	চলমান

৪.২) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মকান্ড:

১. "বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ (১ম সংশোধন)" শীর্ষক প্রকল্প ৩২৯.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বেনাপোল স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানিকৃত কার্গো ভেহিক্যাল সংরক্ষণ, আমদানি-রপ্তানি কাজে গতিশীলতা আনয়ন এবং বন্দর এলাকার যানজট নিরসন করার লক্ষ্যে চলমান প্রকল্পটি জুন'২০২৪ সালে সমাপ্ত হয়েছে।	 CVT প্রকল্পের উন্নয়ন অবকাঠামোর চিত্র
২. "বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট: ১ শেওলা, রামগড় ও ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প ৯৬৬.১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে শেওলা, রামগড়, ভোলাগঞ্জ ও বেনাপোল স্থলবন্দরে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় শেওলা স্থলবন্দর ১৫০ গজের মধ্যে অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ নতুন একটি প্যাকেজের মাধ্যমে চলছে। বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা প্রাচীর ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে কাজ সম্পন্ন হবে। রামগড় স্থলবন্দরে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে ১২০০০ বর্গফুটের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর চালু করার লক্ষ্যে ০২ টি প্যাকেজের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চূড়ান্ত করে সাইট হস্তান্তর করে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে এবং ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর উন্নয়নের লক্ষ্যে ০২টি প্যাকেজের ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত করে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	 শেওলা স্থলবন্দরে নির্মিত ওয়্যারহাউজ ও ওয়েব্রীজ স্কেলের চিত্র

৩. “Digitalization of the Border Procedures at Bhomra Land Port” শীর্ষক প্রকল্পটি ৭.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ভোমরা স্থলবন্দর ডিজিটালাইজেশন এর মাধ্যমে উক্ত বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানির সময় ও খরচ হ্রাসকরণ, কৃষি, পচনশীল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি ও রপ্তানি দ্রুত এবং সহজতর করা, ওয়েব-ভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে পোর্ট এর সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহ বিভিন্ন সুবিধাদি ভোগের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি মার্চ’২০২৪ সালে সমাপ্ত হয়েছে।

ভোমরা ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উদ্বোধনের চিত্র

৪. “সাউথ এশিয়া সাব-রিজিউনাল ইকোনমিক কোঅপারেশন (সাসেক) ইন্ট্রিগ্রেটেড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট; বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (BLPA) অংশ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প ২৪৯.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে আখাউড়া এবং তামাবিল স্থলবন্দরে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪.৩) ২০০১-২০২৪ সাল হতে অদ্যাবধি উল্লেখযোগ্য অর্জন:

বিগত দুই যুগে বাংলাদেশে উন্নয়নে ব্যাপক কর্মকান্ড পরিলক্ষিত হয়েছে। স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমানে বেনাপোল, ভোমরা, বুড়িমারী, আখাউড়া, নাকুগাঁও, তামাবিল, সোনাহাট, গোবরাকুড়া-কড়ইতলী, বিলোনিয়া, শেওলা, সোনামসজিদ, হিলি, বাংলাবান্ধা, টেকনাফ ও বিবিরবাজারসহ ১৫ টি স্থলবন্দর পূর্ণাঙ্গভাবে চালু রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

বেনাপোল স্থলবন্দরে ৫১.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ওয়্যারহাউজ, ইয়ার্ড, আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ও বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ভারতীয় আইসিপি’র সাথে সংযোগের লক্ষ্যে চার লেনবিশিষ্ট রাস্তা, আধুনিক ওয়্যারহাউজ, অভ্যন্তরীণ প্রায় সকল পার্কিং ইয়ার্ড টেকসই করে নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া, বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রমের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ণাঙ্গভাবে অটোমেশন কার্যক্রম চালু করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতিবছর বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে গড়ে ৪৫ হাজার কোটি টাকার আমদানি ও ৮ হাজার কোটি টাকার রপ্তানি বাণিজ্য সম্পাদিত হয়।

বেনাপোল স্থলবন্দরে ওয়্যারহাউজ নির্মাণের চিত্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ‘ভোমরা স্থলবন্দর উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পটি ২০.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন করে মে, ২০১৩ সালে বন্দরটি চালু করা হয়। বন্দরটি চালুর ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয় বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, প্রায় ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

ভোমরা স্থলবন্দর

বুড়িমারী স্থলবন্দরে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ১১.২৫ একর জমি অধিগ্রহণ করে বন্দরের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অবকাঠামো নির্মাণ করা হয় এবং ২০১০ সালে এ বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়। সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রায় ১৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া প্রায় ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।	 বুড়িমারী স্থলবন্দর
আখাউড়া স্থলবন্দরে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ১৫.০০ একর জমি অধিগ্রহণ করে ন্যূনতম অবকাঠামো নির্মাণ করা হয় এবং ২০১০ সালে এ বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়।	 আখাউড়া স্থলবন্দরে
প্রায় ১৬.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে 'নাকুগাঁও স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নাকুগাঁও স্থলবন্দরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করে বন্দরটিতে ১৮/০৬/২০১৫ তারিখে অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়।	 নাকুগাঁও স্থলবন্দর
প্রায় ৭২.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তামাবিল স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে ২৭/১০/২০১৭ তারিখে বন্দরটির অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়।	 তামাবিল স্থলবন্দর
প্রায় ৩৯.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করে বন্দরটিতে ০৯/০৬/২০১৮ তারিখে অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়।	 সোনাহাট স্থলবন্দর

প্রায় ৩১.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার আগারগাঁওয়ের শেরে-বাংলা নগরে 'প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২২ সালের জুন মাসে প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	 প্রধান কার্যালয় ভবনের চিত্র
বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রমের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ণাঙ্গভাবে অটোমেশন কার্যক্রম চালু করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতিবছর বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে গড়ে ৪৫ হাজার কোটি টাকার আমদানি ও ৮ হাজার কোটি টাকার রপ্তানি বাণিজ্য সম্পাদিত হয়।	 বেনাপোল স্থলবন্দরের অটোমেশন কার্যক্রম
প্রায় ৭৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে বন্দরটিতে অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।	 গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর
প্রায় ২৬.০০ কোটি টাকা "বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে বন্দরটি গত ২১ মে ২০২৩ তারিখে উদ্বোধন করা হয়।	 বিলোনিয়া স্থলবন্দর উদ্বোধন
প্রায় ৪৮.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে "বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে।	 বাল্লা স্থলবন্দরের ওপেন ইয়ার্ড

প্রায় ৪৮.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে “ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত করে বন্দরটি গত ১৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে উদ্বোধন করা হয়।	 ডরমিটরি ভবন
	 ওয়েব্রিজ স্কেল
প্রায় ১০.০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে রামগড় স্থলবন্দরে আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ সমাপ্ত করে গত ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে উদ্বোধন করা হয়।	 রামগড় স্থলবন্দরের আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল
“Digitalization of the Border Procedures at Bhomra Land Port” শীর্ষক প্রকল্পটি ৭.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে মার্চ’২০২৪ সালে সমাপ্ত করে গত ৪ জুলাই ২০২৪ তারিখে উদ্বোধন করা হয়।	 ভোমরা ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উদ্বোধনের চিত্র

“বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ (১ম সংশোধন)” শীর্ষক প্রকল্প ৩২৯.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জুন’২০২৪ সালে সমাপ্ত হয়েছে।	 কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল গেট

উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তি পরবর্তী চিত্রঃ

চিত্র: বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্পের উন্নয়ন অবকাঠামোর চিত্র

চিত্র: বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনালের চিত্র

চিত্র: BRCP প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মাল্টি এজেন্সি সার্ভিস ভবনের চিত্র

চিত্র: ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর এবং রামগড় স্থলবন্দরের আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল এর শুভ উদ্বোধনের চিত্র

চিত্র: ভোমরা ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের চিত্র

চিত্র: অনুমোদিত ভারত বাংলাদেশ সমন্বিত দ্বিতীয় কার্গো গেইট, বেনাপোল

৪.৩) ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কার্যক্রম :

- বিশ্বব্যাংক (WB) এর আর্থিক সহায়তায় ৩৪৫৭.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বেনাপোল, ভোমরা এবং বুড়িমারী স্থলবন্দরে "এক্সেলেরেটিং ট্রান্সপোর্ট এন্ড ট্রেড কানেক্টিভিটি ইন ইস্টার্ন সাউথ এশিয়া (একসেস)-বাংলাদেশ ফেজ ১ (বিএলপিএ কম্পোনেন্ট)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।
- এডিবি এর আর্থিক সহায়তায় প্রায় ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে দর্শনা স্থলবন্দরের উন্নয়ন এবং সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।
- স্থলবন্দরের জমি অধিগ্রহণ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন ।

উন্নয়ন রোডম্যাপ (অর্থবছর ভিত্তিক)

চিত্র : বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন রোডম্যাপ

৫.০) বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের বন্দরভিত্তিক আয়ের উপাত্ত নিম্নে সারণিতে দেয়া হ'ল:

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বন্দরসমূহের আয়ের উপাত্ত (কোটি টাকায়)

স্থলবন্দরের নাম	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
বেনাপোল	৮৩.৩০	৮২.৯৭	৭৫.০৮	৭৩.৩৬	৭০.৬৩
বুড়িমারী	৪৭.৬৪৫	৬৬.৭৫	৫৫.৪৭	৫২.০৫	৫০.৫২
আখাউড়া	০.৩০	০.৩৭	০.৯১	১.০৬	০.৬৭
ভোমরা	১৯.৪৯	৩১.৬২	৩৯.৩৮	৩৯.০১	৩১.০৪
নাকুগাঁও	০.৯১	১.৫৯	২.৮৯	২.২৭	৫.৫৫
সোনাহাট	২.৯৫	১০.৩৪	১৪.০৮	১৪.০১	১৩.৬৩
তামাবিল	১২.৪৬	২০.৯৪	২৯.৩০	২৮.৫৩	২৯.৭৭
গোবরাকুড়া-কড়ইতলী	০	০	০	১.৩২	০.০২
বিলোনিয়া	০	০	০	০.০৫	০.১২
শেওলা	০	০	০	০	৬.৯৬
ধানুয়া-কামালপুর	০	০	০	০	০.৩৮

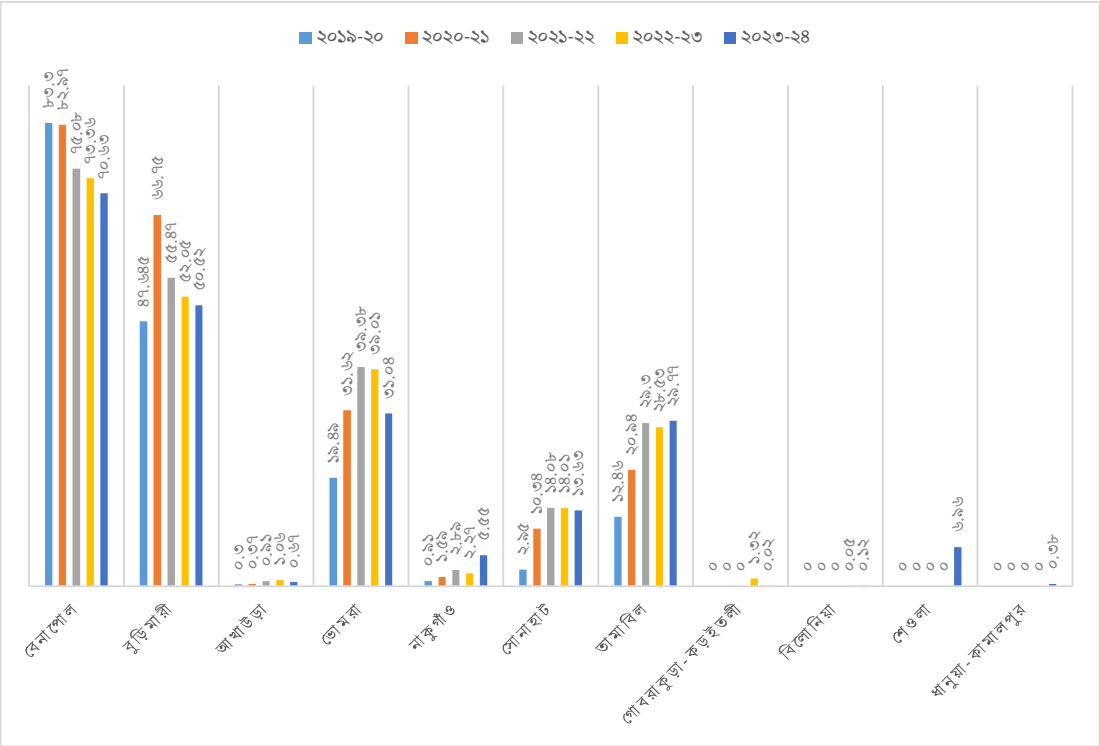

চিত্র: নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বন্দরভিত্তিক আয়ের লেখচিত্র

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বন্দরসমূহের আয়ের উপাত্ত

(কোটি টাকায়)

স্থলবন্দরের নাম	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
টেকনাফ	৬.৫১	৩.৫৮	৯.২৩	৭.৬৩	৫.১৬
সোনামসজিদ	২.৩৮	৮.৪০	৯.৮৩	১০.২৩	১০.৩৭
হিলি	৭.৭২	৯.১২	৮.৫৬	৬.৬৯	৪.১১
বিবিরবাজার	০.০২	০.০২	০.০৪	০.০২	০.০৩
বাংলাবান্ধা	২.৩৩	৩.৫৫	৩.৬৩	৪.১১	৩.৮২

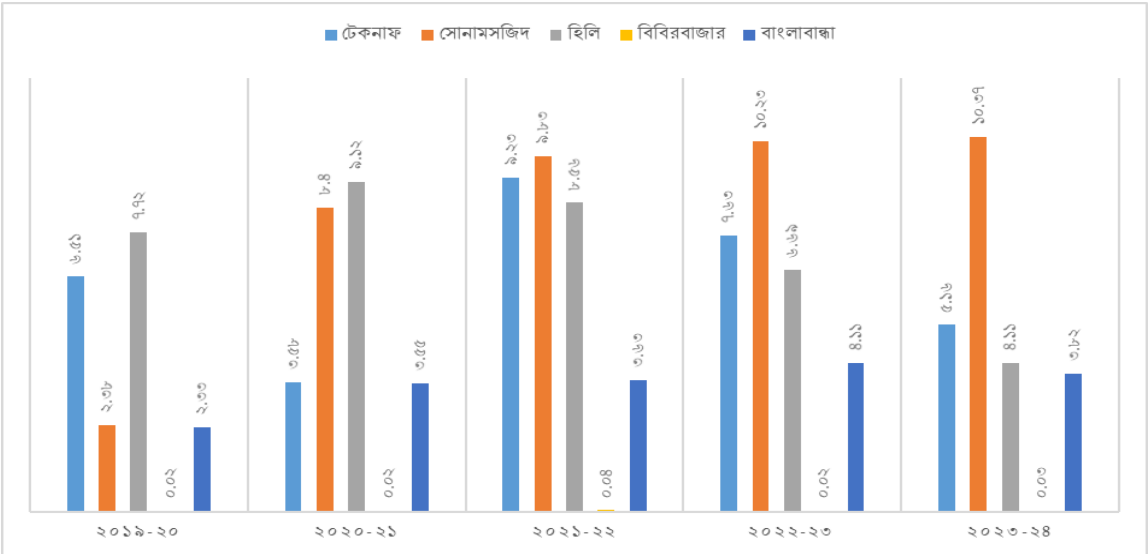

চিত্র: বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বন্দরভিত্তিক আয়ের লেখচিত্র

৫.১) বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মোট আয়ের পরিসংখ্যান:

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
আয়	২০৮.৯৩	২৬৪.৪৭	২৭৫.৬৫	২৭৪.৫০	২৬৪.৯২

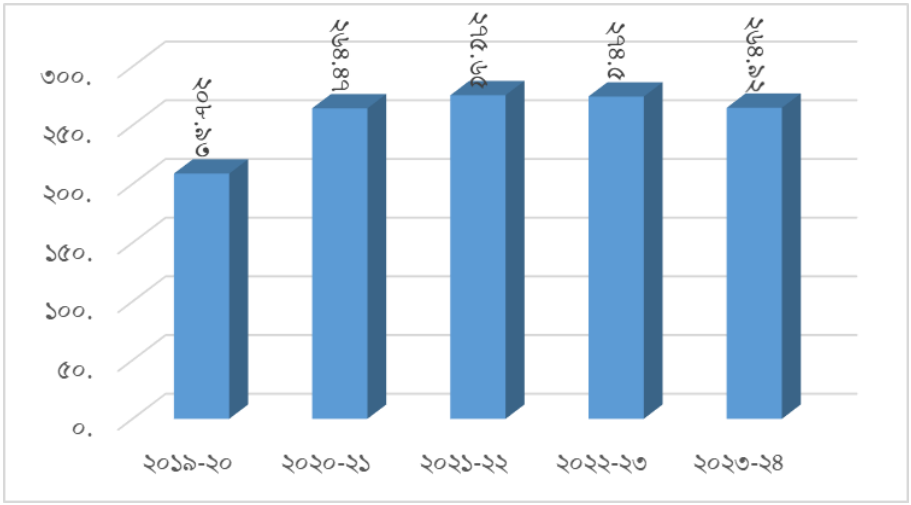

চিত্র: বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বাস্থবকের মোট আয়ের লেখচিত্র

২০২২-২০২৩ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয় হ্রাস পেয়েছে ৯.৫৮ কোটি টাকা অর্থাৎ ৩.৪৯% এবং বিগত পাঁচ বছরে (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে (২৬৮.০৫-২১০.৯৩)= ৫৫.৯৯ কোটি টাকা যা শতকরা হারে ২৬.৮০%।

৫.২) সরকারি কোষাগারে ভ্যাট, আয়কর ও লভ্যাংশ বাবদ জমার বিবরণ :

(কোটি টাকায়)

২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪
৪৫.৩৫	৪৬.৯৫	৭৮.৯৫	৮৪.৩১	৭৮.৯৪

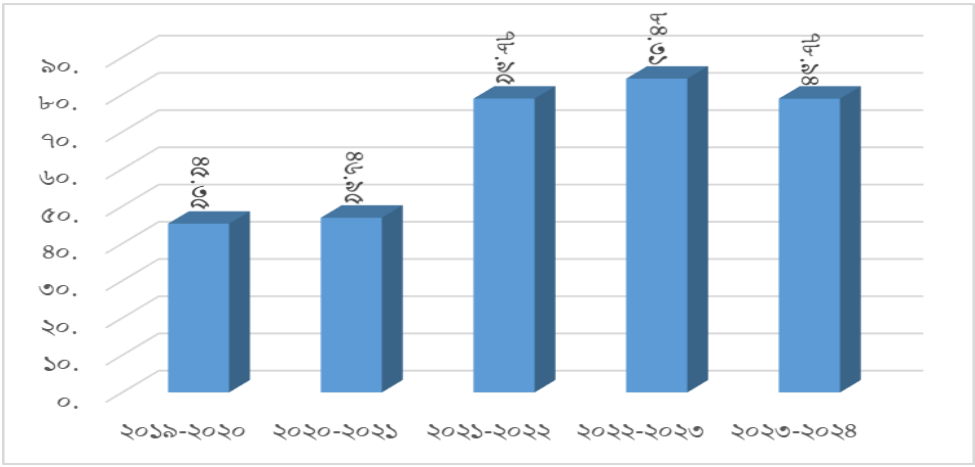

চিত্র: সরকারি কোষাগারে ভ্যাট, আয়কর ও লভ্যাংশ বাবদ জমার বিবরণ এর লেখচিত্র

৫.৩) হিসাব সংক্রান্ত পলিসি:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হয়:

ক) লেনদেনের রেকর্ড নগদ ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা হয়। অতঃপর IAS, BAS, এবং GAAP অনুযায়ী আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেক বন্দরের জন্য পৃথক হিসাব বহি রাখা হয় এবং বছর শেষে সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

খ) স্থায়ী সম্পত্তি: জমি ও জমির উন্নয়ন ছাড়া ক্রয়মূল্য থেকে পুঞ্জীভূত অবচয় বাদ দিয়ে সকল স্থায়ী সম্পদ প্রদর্শন করা হয়।

গ) আয়কর: ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশ, ২০১৩ সালের আয়কর আইন, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী আয়কর নির্ণয়, উৎস কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

ঘ) ভ্যাট: ১৯৯১ সালের ভ্যাট আইন এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন-২০১২ অনুযায়ী ভ্যাট নির্ণয়, উৎস কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

৬.০) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	১৮৯	৩৭৯.০৯০	০২	১টি	.০০১৮	১৮৮	৩৭৯.০৯৭২
সর্বমোট=		১৮৯	৩৭৯.০৯০	০২	১টি	.০০১৮	১৮৮	৩৭৯.০৯৭২

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৮৯ টি ,জড়িত টাকার পরিমান ৩৭৯.০৯০ কোটি টাকা। ১৮৯ টি অডিট আপত্তির মধ্যে ০১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে যার জড়িত টাকার পরিমান .০০১৮ কোটি টাকা। পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সরকারী নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে গত জুন' ২০২৪ মাসে কর্তৃপক্ষ বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেন। নিরীক্ষায় মোট ৩৬টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যাতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৪০.০২৫ কোটি টাকা। নতুন আপত্তিসহ সংস্থার সর্বমোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৮৮ টি এবং জড়িত টাকার পরিমাণ ৩৭৯.০৯৭২ কোটি টাকা।

৬.১) হিসাব নিরীক্ষার অগ্রগতি:

২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ২০২৩-২০২৪ ও ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের নিরীক্ষা ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৬.২) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অগ্রগতি:

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্মসূচির আওতায় জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪ খ্রি: সময়ের জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে বাংলাবান্ধা, হিলি, বুড়িমারী, টেকনাফ, বেনাপোল, তামাবিল ও শেওলা স্থলবন্দরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৭.০ এক নজরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিভিন্ন বন্দরের কিছু চিত্রঃ

বেনাপোল স্থলবন্দর

বুড়িমারী স্থলবন্দর

ভোমরা স্থলবন্দর

তামাবিল স্থলবন্দর

নাকুগাও স্থলবন্দর

আখাউড়া স্থলবন্দর

সোনাহাট স্থলবন্দর

সোনামসজিদ স্থলবন্দর

হিলি স্থলবন্দর

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর

বিবিরবাজার স্থলবন্দর

টেকনাফ স্থলবন্দর